পুণ্যশ্লোক অন্ধকারে

'পুণ্যশ্লোক অন্ধকারে' সপ্তম কাব্যগ্রন্থ। প্রথম প্রকাশ ঃ দু হাজার আটের ডিসেম্বর। প্রকাশক : বাসুদেব দেব, কালপ্রতিমা প্রকাশনী, কলকাতা। প্রচ্ছদ : নির্মলেন্দু মণ্ডল। কবিতার সংখ্যা একশ আঠারো।

☐ যেন একটু আগে ছিল ধর্ম সংঘ তথাগত ঃ নেই
যেন একটু আগে ছিল পূর্ণমদঃ পূর্ণমেবাবশিষ্যতে ঃ নেই
যেন একটু আগে ছিল অন্তরীক্ষে ওষধীতে ঃ নেই
কী নিশ্ছিদ্র নীল শূন্য পর্যাকুল আব্রহ্মাস্তম্বেই।

পুণ্যশ্লোক অন্ধকার। অলৌকিক পটে জ্বলছে তারা।
একটি ধ্রুবতারা। বুকে ধূপ পুড়ছে। বহুদূরগামী
অধীর জলধী কাঁপছে। বিশ্বাসের বটপত্রে স্থির
নগ্ন হয়ে শুয়ে আছে প্রপন্নার্তি প্রতীক্ষা প্রত্যয়।

কবি সন্ত নন। ঋষি নন। কবি। যদিও উপনিষদে কবি ও ঋষিকে এক বলা হয়েছে। যদিও বনের বেদান্তকে ঘরের বেদান্তে পরিণত করেছেন আর এক ঋষি। বিশ্বাসহীন সংশয়জীর্ণ পৃথিবীতে—এই সময়—যদি আধুনিকতায় বিশ্বাসের কথা বলা হয় তা আমাদের আশ্রয়। মানুষের জীবনে—ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে—দুঃখ পাপ মূঢ়তা হিংসা নীচতার অভাব নেই। তার অন্ধকার ঘনিয়ে আসে পৃথিবীতে। সেই ঘন অন্ধকার ভোরের পূর্ব মুহূর্ত দেখেন কেউ কেউ। কোনো কোনো কবি। কোনো কোনো ঋষি। সে অন্ধকার বোধহয় পুণ্যশ্লোক অন্ধকার। এ কাব্যে দেখি ট্রানজিট পয়েন্ট, অসীম যাদব, ট্রাক, কারাগার, মনে ক'রে দেখ, দেশ সিরিজের সাতটি কবিতার মতো কবিতা। যেখানে ধ্বংসোন্মুখ অবক্ষয়ের অকল্যাণের অন্ধকার স্পষ্ট। তবু আলোর প্রার্থনা। তবু ভোরের প্রার্থনা। তবু বিশ্বাসের অমোঘ বীজমন্ত্র। আমি বলি, আমার নিখিলে, চিরন্তন, যেতে যেতে, অন্তর্গত, আবহমান, মুখোমুখি প্রভৃতি কবিতায় ছড়িয়ে রয়েছে। আমরা কুড়িয়ে নিই। আশ্বস্ত হই। আত্মস্থ হই। ভারহীন হই।

☐ কুড়িয়ে নিই আজ বিশ্বাস
কুড়িয়ে নিই আজ সন্তোষ
কুড়িয়ে নিই আজ মুক্তি

☐ সব আছে সব কিছু আছে
আজও ঠিক মানুষের কাছে

কেবল তোমার যাওয়া চাই।

☐ অনন্যোপায় এক ভার
কাউকে না দিয়ে পালাবার
পথ নেই। একদা তুমিও
দেবে। সব দিয়ে যেতে হবে।।

☐ তোমার জন্মের কোনো শেষ নেই। জেনো
শেষ নেই আমাদের হাজার মৃত্যুরও।